ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৪৪৮৭
আগরতলা,২৯ ডিসেম্বর,২০২৫

শুরু হলো প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা ৪.০ কেন্দ্রীয় ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প

প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা ৪.০ কেন্দ্রীয় ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প আজ রাজ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে। এই কেন্দ্রীয় ৪.০ ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পটি আজ রাজ্যে চালু হওয়ায় রাজ্যের ১৪ হাজার বেকার যুবক যুবতী বহুমুখী ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ নিয়ে স্বনির্ভর হওয়ার সুযোগ পাবেন। আজ হাঁপানিয়াস্থিত ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ ও ড. বি.আর. আম্বেদকর টিচিং হসপিটালের বিবেকানন্দ অডিটোরিয়ামে এই কেন্দ্রীয় ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পের উদ্বোধন করেন দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের অধিকর্তা প্রদীপ কে.। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে চিকিৎসক, নার্সিং ছাত্রছাত্রী, প্রশিক্ষণার্থী, এম.পি.ডব্লিউ., আয়া প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা ৪.০ হেলথ সেক্টরের এই কর্মসূচির সূচনা করে দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের অধিকর্তা প্রদীপ কে. বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের দক্ষতা উন্নয়ন মন্ত্রক রাজ্যের ১৪ হাজার বেকার যুবক যুবতীর বহুমুখী ক্ষেত্রে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য মঞ্জুরি দিয়েছে। তিনি বলেন, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ফ্রন্ট লাইন হেলথ কেয়ার গিভিং অ্যাসিস্টেন্স, জেরিয়াট্রিক কেয়ার গিভেন, ইমার্জেন্সি মেডিক্যাল টেকনিশিয়ান, বায়োমেডিক্যাল ইকুইপমেন্ট অ্যাসিস্টেন্স, হোম হেলথ এইড ট্রেইনি, ইমার্জেন্সি কেয়ার অ্যাসিস্টেন্স এবং জি.ডি.এ.-র ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণার্থীরা এই সুযোগ পাবেন। এছাড়া কৃষি, আই.টি.-আই.টি.ই.এস., প্লাম্বিং, নির্মাণ, রাবার এবং পেট্রোকেমিকেলস, লজিস্টিকস এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রেও যুবক যুবতীরা ৩ মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ নিয়ে স্বনির্ভর হওয়ার সুযোগ পাবেন। ১৫-৪৫ বছরের যুবক যুবতীরা এই প্রশিক্ষণের সুযোগ পাবেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির স্বপ্ন এই ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পের মাধ্যমে যুবক যুবতীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে আত্মনির্ভর করে তোলা। তিনি বলেন, দক্ষ প্রশিক্ষকগণ প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ দেবেন। শিল্প ও বাজারে বর্তমানে কি চাহিদা রয়েছে তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। গত ১.০, ২.০ এবং ৩.০ এই পর্যায়ের প্রশিক্ষণও রাজ্যে সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়েছে। তিনি বলেন, প্রশিক্ষণার্থীরা ইচ্ছা প্রকাশ করলে তারা আবাসিকভাবেও এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারবেন। তিনি এই কেন্দ্রীয় ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পের সুযোগ গ্রহণ করার জন্য রাজ্যের বেকার যুবক যুবতীদের প্রতি আহ্বান জানান।

২-এর পাতায়

মেডিক্যাল এডুকেশন দপ্তরের অধিকর্তা ড. এইচ. পি. শর্মা বলেন, এই ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প প্রধানমন্ত্রী আত্মনির্ভর ভারত গঠনে সহায়কের ভূমিকা নেবে। এছাড়া বক্তব্য রাখেন আই.জি.এম. হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট ডা. কনক কান্তি মন্ডল। উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডা. দেবাশ্রী দেববর্মা, আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও জিবিপি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট ডা. বিধান গোস্বামী, ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ ও ড. বি.আর. আম্বেদকর টিচিং হাসপাতালের সি.ই.ও. স্বপন সাহা, এই হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট ডা. জয়ন্ত কুমার পোদ্দার প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা সুতীর্থা পাল। অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যের শুভেচ্ছাবার্তা পড়ে শোনানো হয়।

অনুষ্ঠানে এই ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পে আগে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বিজন দত্ত, মালবিকা সরকার, অমৃত লাল সরকার তাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষক নন্দন সরকার, সুতপা পাল, বিকাশ সাহা, স্মিতা দেব, সংগীতা শর্মা, আশিস দাস প্রমুখদের দক্ষতা উন্নয়ন অধিকর্তার কার্যালয়ের পক্ষ থেকে মেমেন্টো ও শংসাপত্র দিয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এছাড়া গত ৩টি পর্যায়ের এই ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প সুন্দরভাবে বাস্তবায়নের জন্য ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ ও ড. বি.আর. আম্বেদকর টিচিং হসপিটালকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করা হয়। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় সরকারের এই ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পের বিষয়ে একটি ভিডিও শো এবং মুখ্যমন্ত্রী দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পের বিষয়ে একটি ভিডিও শো প্রদর্শন করা হয়। সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের উপ-অধিকর্তা মুনমুন দেববর্মা।

*****